OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 863 - 870
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতিবাদী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্থ কুমার ভঞ্জ
গবেষক
রামকৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন ইউনিভার্সিটি
রাঁচি, ঝাড়খন্ড
Email ID : parthakumarbhanjamid@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Bengali Literature, Environment, Personality, character, Bibhutibhushan)

Abstract

Bibhutibhushan Bandopadhyay had arrived in Bengali literature with his artistic quality to make simple story extraordinary and it enchanted the reader. He did not say the story to readers rather the showed the story. So the readers are so much enchanted with the mode of his description of story that the can see the image of the story in the mirror of his mind. In the Bengali literature very few writers has given the variety of human characters, Bibhutibhushan is the exception.

Bibhutibhushan Bandopadhyay had his immense love towards nature. So, he had travelled many places surrounded with mountains and jungles in his last 6-7 years of life. He had wrote his experience of his traveling life in his letters to his wife. He had mentioned in his writings many unknown river, dam and fountains. He had described in his writings about small rivers, distance of jungles, classification of trees, many forms of nature not only that he also had described the fear of wild animals, the history of unknown kings and the cultural environment in a great extent. The reason of the effect of nature in the writings of Bibhutibhushan was his childhood and the time of his growing up. In every writing of Bibhutibhushan,the impact of nature is clearing visible. Bengali readers have recognised in new way about 'Boichir jhap', 'Bhata ful', the village path etc. He was overwhelmed by the beauty of nature of the village path when he was living there. His attraction towards nature of the village are expressed in his writings. It will not be wrong to say that he is the child of nature. Every forms and fragrance of his writings are taken from the nature and the lives of human being surrounded by the nature.

Bibhutibhushan as an artist is a great lover. In his total literature nature is not only created as nature but also it become a part of human life. The story of family centric Bengali lives are expressed in a lucid mannar in his novels. A renowned critique had said, "There is a mysterious path joy in the writings of Bibhutibhushan. This way is going towards the heaven from the earth. Bibhutibhushan is an exceptional poet with his wide as well as deep fillings towards human lives. He is a great artist who interlinked joy and sorrows and

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

the insignificant stories of men and women with the nature "1(Bibhutibhushan" Man Silpo, Gopikanath Roychowdhury).

Bibhutibhushan, this feelings towards nature is not happened in one day, it is the result of his lifelong worship towards nature. The young Bibhutibhushan always avoid the presence of human being to become United with the nature. In fact Bibhutibhushan relation with the nature is like the relation with his soul.

Discussion

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুধাব্যাপ্ত লেখক উপন্যাস ছোটগল্প ভ্রমণকাহিনী অতি প্রাকৃত এবং বিচিত্র জগতের সবকিছু সম্বন্ধেই তাঁর কৌতুহল। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর গতিবিধি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতা আর ভাগলপুরের জমিদারি কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বন-জঙ্গলের আস্বাদ লাভ - এই স্বল্প পরিসরের কর্মজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্য। তাঁর সাহিত্য একান্তভাবেই গ্রামীক এবং আরণ্যক। বাংলা সাহিত্যেই অবশ্য নাগরিক মনন প্রায় অনুপস্থিত। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ব্যতিক্রম।

আবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তফাৎ ও আছে। শরৎচন্দ্রের গ্রামে খড়ো ঘরের চন্ডীমণ্ডপে আর গ্রামীণ দলাদলিতে পূর্ণ সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সচেতন ভাবে। আর বিভূতিভূষণের গ্রাম আমের বন, জামের বনে নিবিড় কলসীদামে ছাওয়া পুরানো দিঘী আর ইতিহাসের কুহেলীকা মাখানো প্রাচীন প্রাসাদের আশেপাশে আঁশ খেওড়া আর কালকা সুন্দরীর ঝোপে ছাওয়া একচিলতে সরুপ পথ দিয়ে মেঠো খরগোশ আর নীলকণ্ঠ পাখির সন্ধানে যাত্রা করে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে গ্রাম্য জীবনযাত্রা এক সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা আর বিভূতিভূষণের মধ্যে কাশফুলের দোলন লাগা শরতের দুপুর বেলায় ঘর পালানো একটা কিশোর মনের স্বপ্নাচ্ছন্নতা। এই কিশোরের যে উদ্দামতা তাও আবার বিভূতিভূষণ নেই। তার বিদ্রোহ তার প্রতিবাদ কিছুই নেই। এই কিশোর ও তার কৈশোর দুই'ই একান্তভাবে অন্তলীন।অর্থাৎ বিভূতিভূষণের 'অপু' কোনদিন কোন কারণেই হবে না 'ইন্দ্রনাথ' বিদ্রোহী নবীন বীরের জন্য সাধনা করেননি বিভূতিভূষণ – 'স্থবিরের শাসন নাশন' তার কাজ নয়। তিনি নিমগ্নচেত হলেন, "ছিন্ন বাঁধা পলাতক বালকের" মতো এক সুগভীর আত্মসন্তুষ্টিতে মধ্যাহ্নে, একাকী বিষন্ন তরুচ্ছায়ে দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে সারাদিন বাঁশির সুরে উন্মনা। জীবনের উপভোক্তা তিনি, জীবনের ব্যাখ্যাতা নন কিছুতেই। তুমি আস্বাদন করেন সবকিছু, বিশ্লেষণ করেন না কোন কিন্তু। তিনি কোকিল প্রেম রূপ আমের মুকুলের মধুপানরত রসজ্ঞ কোকিল, অরসজ্ঞ কাকের মত নিমফলের তিক্ততা তাঁর নয়।

বিভূতিভূষণের রচনা বহুপাঠকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছে। কারণ তার রচনা রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এতে মনস্তত্ত্ব নেই, তথাপি এতে কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালি জীবনের তুচ্ছতম উপকরণকে আশ্রয় করে, অতিশয় অনাদৃত, উপেক্ষিত বৈচিত্র্য বর্জিত পল্লী প্রকৃতির পটভূমিকায় সুস্থ প্রাণবান মর্ত্য তীর্থযাত্রীর অন্তরকাহিনী উদঘাটিত হয়েছে। কোনখানে কোথাও নেই ভাব বস্তু বা কল্পনার অসামান্যতা, মনে হয় যেন অনন্ত তমিশ্রাগর্ভ থেকে বার হয়ে চিরাভ্যস্ত অতি পুরাতন সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখছি-যে আলোকে পৃথিবী ধূলিকণাটি পর্যন্ত সম্ভ্রম উদ্রেক করে। যেখানে যে কেহ আছে সেখানেই তার চোখে তৃণলতা গুল্ম পর্যন্ত একটি অনর্ঘ প্রিতির মূল্যে মূল্যবান অর্থাৎ সমস্ত চরাচর যেন মূল্যবান বা মধুময় হয়ে ওঠে। এই যে উপন্যাস তার নায়ক তার চিরসহচর শিশু হৃদয়কে, তার সেই ক্ষুদ্র জীবন লীলাকে কেন্দ্র করে সুখ-দুঃখ, ভাব-অভাবের ছন্দে বিপুলকালের পরিধি আবর্তিত হতে থাকে। সর্বকালের, সর্ব দেশের, সর্বজীবের যে জীবন রহস্য তারই বিরাট ছায়ায় চিরসদ্যজাত মানবপ্রাণ অমৃত পিপাসায় অধীর। জীবনের সকল তুচ্ছতার অন্তরালে নৃত্যোন্মত্ত মহাকালের সেই ব্যোমবিশ্রান্ত জটাজাল দেখে সেই তুচ্ছতাকেও যেন প্রণাম জানাতে ইচ্ছা হয়; মৃত্যুর এপার থেকে মৃত্যুর ওপারে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে এ প্রানের কাহিনী যেন বয়েই চলে-শেষ হতে চায় না। দারিদ্র্যের প্রেরণে এই জীবন চেতনা গভীর হয়, সেই ক্ষমতার তন্তুগুলি দৃঢ় হয়ে ওঠে; অতিরিক্ত কামনার আবেগি কল্পনা দিগন্ত লঙ্ঘন করে, ক্ষুদ্রপল্লীর ক্ষুদ্র ভুসীমার মধ্যেই ভূমন্ডলের আভাস জাগে-সাগর মেঘলা কানন কুন্ডলা পৃথিবীর স্বপ্ন অধীর করে তোলে, যা কিছু ক্ষুদ্র, যা কিছু গ্লানিকর, যা কিছু যুক্তির অন্তরায়, তাই অতি সরল মানবাত্মার আনন্দ চৈতন্য প্রবুদ্ধ করে। মনে হয় মানুষ যেন ললাটে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অমর আত্মার রাজটিকা ধারণ করে এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়। সংসার সেই রাজঅতিথির সেবায় আপনার খুদকুঁড়া নিবেদন করি ধন্য হতে চায়। তারই অমৃত ভিক্ষার আকিঞ্চনে বিশ্ব তার বিপুল বৈভব, উদঘাটিত করতে বাধ্য হয়। মনে হয় এ জীবন এইটিই যুগ যুগান্তরের শাশ্বত সত্য-মানুষ ছোট নয়, জীবন তুচ্ছ নয় কালের পারাপারে যে অগণিত মন্বন্তর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে, তার মুখে সে অনন্ত বিস্তার ভূমি সৈকতে, আমার সুখ-দুঃখের শঙ্খ-শুক্তির যেন হিসাব নাই, তেমনি তাদের যে বর্ণগরিমাও ব্যর্থ নয়।

সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে তা আছে। চরিত্র সৃষ্টি বা ঘটনা বিবৃতি রচনার রস বৈশিষ্ট্য নয়। দুটির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বা আধুনিককালের অতি সজ্ঞান নরনারীর বিষম মানস বিষের ব্যাখ্যা এতে নেই। মানুষ যে দৃষ্টি হারিয়েছে-সেই চির তরুণ, গাড়ো-নীল চক্ষু তারকার অনাবিল দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে তিনি তার জীবনকে গভীরভাবে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন; কোন তত্ত্ব নেই, কোন সমস্যাও নেই-সুখের উন্মাদনাও নেই, দুঃখের হাওয়া কারণে, আছে কেবল ডাগর দুটি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ দিয়ে এই জীবন দেবতার দিপারতি। তথাপি এই দৃষ্টির অন্তরালে এত বিশেষ কল্পনা, বিশেষ ভাবনাভঙ্গি আছে; কিন্তু সেটাও তত্ত্ব নয়, সমস্যার ইঙ্গিত নয়। সে একটা মনোভাব-জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নয় একটা নতুন ধরনের চেতনা যেন পাঠকের মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করে। এই উপন্যাস রচনার প্রেরণায় কোন বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি পক্ষপাত নেই সমস্ত বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি ধারনাটিকে অনুভূতির গোসল করতে চেয়েছেন – 'Vastness of Space and Passing Time' -এই বিপুল রহস্যের অনুধ্যান জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি।

আধুনিককালে কাব্য ব্যক্তিত্বের চাইতে উপন্যাসিক ব্যক্তিত্বকে চিনে নেওয়া সহজ। কারণ এই যুগের 'ইমেজিজম' ও প্রতীকিকতার অঙ্গরাগে সাম্প্রতিক কবিতার অন্তর বহিরঙ্গে এমন একটা সাধারন ধর্মিতা এসেছে যা থেকে স্বভাবতই কোন কোভিদ একাত্মতা বেছে নেওয়া কঠিন-যদি না সেই কবি কোন বিশিষ্ট দার্শনিকতায় উদ্ভাসিত থাকেন। এদের প্রধান অংশের মতটা যতটা গোস্টিক ততটা ব্যক্তিক নয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিত্বের মূল্য অনস্বীকার্য। অবশ্য শিল্প বা ব্যক্তিত্বে জীবনানুভূতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং ইয়েটস এর সহধর্মিতা আছে, রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটস এক নয়। বুদ্ধদেব বসু আর অজিত দত্তের গোত্র এক হলেও রচনা পদ্ধতিতে ও চিত্রকল্পে তাদের স্বাধীনতা প্রমাণের অপেক্ষায় রাখে না। জীবন দর্শন এক হলেও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য উপলব দীর্ঘভিলতা ও ব্যক্তির তারতম্য সাংস্কৃতিকতা এবং চিত্রকর্মের নিজস্বতা - এগুলি কবির চরিত্র আর এই চারিত্রিকতার অভাব হলে কবি অনুচ্ছেদ হতে পারেন, পরিচ্ছেদ নয়।

কবিতা, ছবি ও গান-শিল্প হিসাবে এরা যতটা আত্মলিন ও ভাবকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে তা নয়। এমনকি নাটকেও এ যুগে যতটা বিশুদ্ধ ভাবাশ্রয়িতা চোখে পড়ে - একালের মানের রচনায় যার উৎকট লক্ষণীয়-উপন্যাসে তা সম্ভব নয়। উপন্যাস রূপক হতে পারে কিন্তু সাংকেতিক হওয়া সহজ নয়। তার কারণ বোধহয় এই যে আর্ট হিসেবে উপন্যাস সবচেয়ে আটপৌরে। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হল তার সর্বজনীনতা, উপন্যাসের ব্যক্তিত্ব সোচ্চার।

ছবি কবিতা এবং গান এমনকি নাটক স্বস্থানে স্বমহিম। এদের প্রয়োজনের রূপ যতখানি প্রসাধনের রূপ তার চাইতেও বেশি। উপন্যাস পথের মানুষ কাছের লোক দিনযাত্রায় সম্পর্কিত। একান্ত প্রতিভা দৈন্যের যুগেও যেকোনো অন্য শিল্পের চাইতে উপন্যাসের ব্যক্তিত্ব সুনির্দিষ্ট। আর এই জন্যই বিভূতিভূষণকে আমরা খুবই স্পষ্ট করেই চিনি। আমরা জানি তিনি শরৎচন্দ্র নন, শৈলজানন্দ নন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্করও নন। শুধু দেখতে পার্থক্যই নয়, বিভূতিভূষণ এর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের কথা ছেড়ে দিলেও তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এতই অসাধারণ, যে সে দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের খুব কম উপন্যাস্যিকই তার সমপর্যায়ী।

যে কালে বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাব সেটা সোজাসুজি প্রশ্নের যুগ। শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, কল্লোলের দহন, নদীদিপ্তীতে যুগমানস উত্তেজিত ও উত্তপ্ত। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নৈরাশ্য এবং ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীর্যক আক্রমণ, রাঢ়ের দগ্ধ তৃণপ্রান্তর থেকে তারাশঙ্করের রুঢ় রুক্ষ পদক্ষেপ, অসহযোগ আন্দোলন এবং তার অন্তরালে বিপ্লববাদের আগ্নেয় ফল্গু, এককথায় বাঙালির মন এবং বাংলা সাহিত্যে তখন অঙ্গার শয্যা। এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কোন সুমহান নাগরিক সাহিত্যও গড়ে ওঠেনি। পারম্পর্যহীন খন্ড ছিন্ন ছিন্ন নাগরিক জীবনের টুকরোগুলো

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তখন অসংখ্য ছোটগল্পে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছেন। লক্ষণই হচ্ছে তখন একমাত্র বিভূতিভূষণ ছাড়া স্মরণীয় উপন্যাস কেউ লিখতে পারেননি। পূর্ণ সংশয়ের শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নের' কালে বিভূতিভূষণই একমাত্র সিদ্ধ উপন্যাসিক। যাঁর উপন্যাস পড়ে -

> "আমরা জ্বালা ভুলে গেলাম, তিক্ততা ভুলে গেলাম ও অভিযোগও ভুলে গেলাম। মনে হল, 'এখনো অনেক রয়েছে বাকি'। শহরের জীবন যখন নিরবিচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ান - তখন এই বাংলাদেশেরই গ্রামপ্রান্তে একটা 'সব পেয়েছের জগৎ আছে'। সেখানে দারিদ্র, দুঃখ, বেদনা, শোক সবই আছে। কিন্তু। তাদের সমস্ত কিছুতেই এমন একটি মধুমাখা প্রশান্তি বিকীর্ণ রয়েছে যে তার আশ্রয়ে এখনও নিশ্চিন্তে নিমগ্ন হয়ে থাকা যেতে পারে।"[২]

নিশ্চিন্দিপুরের ছায়া নিবিড় জীবন পরিবেশ থেকে বিভূতিভূষণ নিয়ে এলেন পথের পাঁচালী তাদের বাঙালি পাঠক ভালোভাবেই তা গ্রহণ করলেন। যেন অঙ্গার শয্যার ওপর শীতল পদ্মপাতা বিছিয়ে দিলেন তিনি - পদ্ম দীঘির মিষ্টি জল নিয়ে এলেন তৃষ্ণার্তের জন্য। তাঁর ছোটগল্প 'জলসত্র' তার শিল্প চিন্তারই প্রতীক। যারা পল্লীকৈশোরের সহজ স্বপ্নে ভরা দিনগুলিকে পিছনে ফেলে এসেছে তারা তার কাছে নতুন করে তা ফিরে পেল, যাদের কাছে সে জীবন কখনো ছিল না - তারাগুলো এর আশ্চর্য জগতের সন্ধান। বাস্তব জল-মাটি-আকাশ-অরণ্যের পটভূমিতে আশ্রয় করে গড়ে উঠল এক রূপকথার পূর্ণসঙ্গী। 'পথের পাঁচালী'-তে বিভূতিভূষণ রূপকথাই শোনালেন। বিভূতিভূষণের অপু শহরে এলো, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চিন্দিপুরের ছেলেটি স্বতন্ত্র ভোলেনি, ভোলেনি অস্তিত্ব। নাগরিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে মুখোমুখি হয়েছে। বিচিত্র মানুষকে দেখেছে কিন্তু তারা কেউই তার শৈশব চরিত্রকে একান্ত ভাবে প্রভাবিত করেনি। ঘর ছাড়া বহিঃপ্রকৃতির আহ্বান নিজের ভিতর থেকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে, তার উত্তর পুরুষের মধ্যে। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে এমন অভিন্নতা খুব বেশি চোখে পড়ে না। অপু বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি।

যেকোনো উপন্যাসিকেরই জীবন দর্শন থাকে। বিভূতিভূষণের দর্শন ঐতিহ্যকে অতিক্রম করেনি। তিনি তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কোন নিজস্ব দীপ্তিতে দীপ্যমান নন। খুব সহজেই চোখে পড়বে যাকে নতুন কথা বলা যায় বিভূতিভূষণের মধ্যে তা নেই; কোন নূতন সত্যের দিকে তিনি অভিযান করেননি। তাঁর রচনায় যুগ সচেতন সাহিত্যিকের প্রশ্নচিহ্ন লক্ষণীয় ভাবে অনুপস্থিত। ঝড়ের যুগে বিভূতিভূষণের প্রশান্তি ঈর্ষণীয়। তাঁর কোন রচনায় সামাজিক প্রশ্নের 'অথৈ জল' যে আভাসিত হয়ে ওঠেনি তা নয়; কিন্তু সমগ্রভাবে বিভূতিভূষণ নির্মোহ। চারিদিকে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মাঝে তিনি দ্বীপবাসী। এই আত্মতৃপ্তি হয়তো ভালো নয় কিন্তু এই আত্মতৃপ্তিই বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা সামগ্রিকতা এনে দিয়েছে। তার উপন্যাসকে দিয়েছে একটা নিটোল পরিপূর্ণতা।

বিভূতিভূষণের বিশেষত্বই হল তার বিশ্বাস প্রবণতা। এই জন্যই তাঁর রচনায় প্রশ্ন নেই। বাংলার গ্রাম এবং বাঙালি পরিবারের ছোট সুখ, ছোট ব্যথা, ছোট আশা, আকাঙ্ক্ষার কারুণ্যে তাঁর বহু চিত্র অশ্রুস্নিগ্ধ কিন্তু দেশকালের সঙ্গে ব্যাক্তি মননের সংঘাতে তাঁর নানামুখী আত্মদ্বন্দ্বে যে গভীর ব্যাপ্ত ট্রাজেডি বিকশিত হয়, সেই ট্রাজেডির প্রচণ্ডতা তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। এমন যে অনুবর্তন সেখানেও শিক্ষক জীবনে রূপটি মাত্র কারুণ্য ঘন - তা থেকে সমাজের লাঞ্ছিত এই সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার উৎপিরনের কোন ক্ষুদ্র প্রতিবাদ জাগে না - জাগে একটা শান্ত সহানুভূতি।

যে জীবন দৈবায়ত্ত সেখানে অশ্রুমোচন করা যায়, প্রতিবাদ করা চলে না। বিভূতিভূষণও প্রতিবাদ তোলেননি। তিনি বৈষ্ণবদের মত সমর্পিত প্রাণ। আত্মসমর্পণের মধ্যে যে প্রশান্ত আনন্দ আছে তারা আকর্ষণ নেহাত কম নয়। যে তন্ময়তার মধ্যে বিভূতিভূষণ নিবিষ্টচিত্ত তা আমাদের প্রলুব্ধ করে তোলে। ব্যক্তি জীবনেও বিভূতিভূষণের বাসা ছিল বনগ্রামের একটি পল্লী অঞ্চল, আর সাধন ক্ষেত্র ছিল ঘাটশিলার পাহাড়ে জঙ্গলে। প্রত্যক্ষ জীবনের মাঝ খানে বাস করে তার সংঘাত, তার জিজ্ঞাসাগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত 'আরণ্যক'ই তার বঞ্চিত মুক্তি,আর 'কুশল পাহাড়ি'র তীর্থযাত্রায় তাঁর বিস্তীর্ণপক্ষ স্বাচ্ছন্দ।

ধর্মের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ লোকো সংসারের অনুগামী। তিনি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেছেন - তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পগুলি সেই বিশ্বাসসিদ্ধ; 'দৃষ্টিপ্রদীপ' তার কাছে সহজ স্বাভাবিক – 'দেবযান' নাকি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফল। প্রকৃতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সম্পর্কে আস্বাদ্যমানতা ছাড়াও ধর্ম সংস্কারের প্রতি এই অনুরাগ এবং অর্ধস্ফুট অতীতের প্রতি একটা বিমুগ্ধ আকর্ষণ বিভূতিভূষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষ যে মুহূর্তেই বাস্তবাতীত কোন নির্ভরযোগ্য শক্তির আশ্রয় পায় সেই মুহূর্তেই নিজের ভার নিজের উপর চাপিয়ে দিতে চায়; তখন তার ভূমিকায় আর প্রশ্ন করতে থাকে না, থাকে একটা কৌতুহলী মন - যে বিহর বি মুগ্ধ চিত্তে সবকিছু দেখতে চায়, সত্যি কোন বুদ্ধির আলোকে বিচার করতে চায় না।

এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত বিভূতিভূষণ নিজেকে নিয়ে গেছেন অরণ্যে - To the wild wood and the plains! তার অরন্যবিলাসী মন, নিত্য কালীন আদিম প্রকৃতির প্রাণক্ষেত্র একটা অপূর্ব পূর্ণতা পেয়েছে, তাঁর প্রকৃতি পিপাসা আকণ্ঠ তৃপ্তি লাভ করেছে-বনপ্রান্তে দুচোখ তিনি ভরে নিয়েছেন। অরণ্যের নিধন তার মনে জাগিয়েছে ইংরেজ কবি 'William Cowper' সেই বেদনা -

"The Poplar are filled farewell to
the Shade
And the whispering sound of the
Lone Colonade."[৩]

এখানকার মানুষগুলোকে তুমি দেখেছেন প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে, যারা বনের ফুলের মতো সহজ ভাবে ফোটে-সহজভাবেই ঝরে যায়-বনের একটা পাখি, একটা প্রাণীর মতোই মানুষের জীবন ও এখানে সমাজের শক্তিতে চালিত হয় না- তাকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বাভাবিকতা। শুধু এটুকুই সব নয়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে কটি জিনিস আদিম দিনের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা হলো আকাশ-সমুদ্র-নক্ষত্র এবং অরণ্য। ঐশ্বরিক উপলব্ধিতে আকাশের আবহ তো আছেই-সে সর্বময়; সমুদ্র সম্পর্কে বিভূতিভূষণের মনোভাব জানা যায় না-বোধ হয় সমুদ্রের মধ্যে দেবতার চাইতেও দানবিক শক্তিকেই তিনি বেশি করে প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, -

"The gentelness of heaven Broods O'er the sea."[৪]

ওয়াডসওয়ার্থের এ দৃষ্টি তার নেই। কিন্তু পাহাড় ও জঙ্গল সম্পর্কে নিবিড় প্রীতি আর আকর্ষণ বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বিপুলভাবে উৎসারিত।

তাই বিভূতিভূষণ এমনভাবে অরণ্যচারী তাঁর প্রথম জীবন প্রকৃতির যে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিল বাংলার পল্লীছায়া সুনিবিড় পথে ঘাটে, সেই প্রকৃতির পূর্ণতর আধ্যাত্মিক রূপটিকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য উত্তরকালে তিনি অরণ্যে এসে পৌঁচেছেন। অরণ্যের অকৃত্রিম আদিমতায় বিশ্ব নিহিত শক্তির সঙ্গে তার সর্বাঙ্গিত মিলন সাধিত হয়েছে। লৌকিক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রকৃতির প্রতি আসক্তি, প্রয়াসহীন আত্মসমাহীতি - এরা সকলেই সেই সম্পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হওয়ার একটা উপায়ন মাত্র।

আলোচনা থেকে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণ মমত্বহীন। বরং বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের এত বিচিত্র পরিচয় খুব বেশি লেখক দিতে পারেননি এবং তাদের সুখ-দুঃখ আশা ও অভীপ্সার কেউই তাঁর মত করে বলতে পারেনি। সহানুভূতি এবং সমবেদনার অজস্র অশ্রুবিন্দুতে তার সাহিত্যের বিকীর্ণ। কিন্তু এই সহানুভূতি সেই মানুষের-যিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই হয় একে স্বীকার করো। তারাশঙ্করের পুরুষ্কারের প্রেক্ষাভূমিতে অনেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবন দৃষ্টির সামনে এই ভূমিকাটি কৌতূহলোদ্দীপক।

আর, এই কারণেই 'অপু' নামক বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্বটি ছাড়া - তাঁর এতগুলি রচনায় কোন বিশেষ মহান চরিত্র পাওয়া যায় না। জীবনে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর অনেক চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্যতা হয়তো এনেছে, কিন্তু স্মরণীয়তা আনেনি। 'স্টাইপ' চরিত্র অনেক আছে-তারা পর্যবেক্ষণজাত সৃষ্ট নয়। এই স্বাভাবিক যুগ এবং সমাজের বিরোধকে যিনি পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছেন তার কাছে সংক্ষুব্ধকালের কোন প্রবন্ধই জটিল কালসত্তাকে দাবি করলে সেটা অবিচার হয়েই দাঁড়ায়।

আর স্বাভাবিকতার এই রাজ্যটিতে পৌঁছে যাওয়াই বিভূতিভূষণ স্টাইল। এত সহজ ভাষা এবং শিল্পবোধ হয়তো বাংলা সাহিত্যে আর কারোরই নেই। স্টাইল আদর্শ নয় কিন্তু এর মধ্যে বিভূতিভূষণ ব্যক্তিত্ব আরো পরিষ্কারভাবে ধরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দিয়েছে। সহজ গুনই এই স্টাইলের বিশেষত্ব আর এ কথা কে না জানে সবচাইতে সহজ করে বলতে পারাটাই সবচেয়ে কঠিন।

বিভূতিভূষণের সমগ্র উপন্যাসের কালোগত বিস্তার ও সামান্য নয়। সমালোচক সৌরেন বিশ্বাস জানিয়েছেন, -

> "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কালগত বিস্তার বিদ্যমান।"[৫]

তোরে তুলনামূলকভাবে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা', 'ইচ্ছামতী' ও 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের কালগত পটভূমি যতটা স্পষ্ট অন্যান্য উপন্যাস ততটা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং পরিচিত চার পাশে চেনা মানুষের ছবি উপকরণ উপন্যাসের স্থান পেয়েছে।

সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে সারা জীবন স্কুলমাস্টারি করে বিভূতিভূষণ বাংলা উপন্যাসে যে অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করেছেন তা ভাবলেই অবাক হতে হয়। শিশুর মতো কৌতুহল এবং কবির মতো কল্পনার প্রলেপ দিয়ে বিভূতিভূষণ অননুকরণীয় ভাষায় এমন গ্রামীণ জীবনের চিত্র এঁকেছেন যে চিত্র হিসেবে তা অনবদ্য এবং অন অতিক্রমনীয়। দুঃখ-দারিদ্রের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু সেই ছবি কোন সমাজ বা অর্থনীতি ঘটিত প্রকট প্রশ্ন উত্থাপন করে না। কিছু কিছু প্রেমের চিত্রও এঁকেছেন কিন্তু তাতে রোমান্টিক বৈচিত্র্য ও উত্তপ্ত কামরার চেয়ে স্নিগ্ধ মধুর শান্ত ও গার্হস্থ্য রূপটি বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতে'র মধ্যে লেখক উপন্যাসের বাঁধা পদ অবলম্বন করেননি। একটা বালক চিত্ত কিভাবে রূপকথার রূপলোকে বিচরণ করতে করতে অগ্রসর হল এই কাহিনী তুলে ধরেছেন। বস্তুতঃ বিশাল অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রহস্যময় যোগাযোগের নিবিড় অনুভূতি বিভূতিভূষণের এক প্রকার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। রহস্যময় তা অপূর্ব সৌন্দর্যালোকে সৃষ্টি করেছেন আর 'আরন্যক'কে। যেখানে মানুষ খুঁজে পাবে তার আসল গন্তব্য এবং সত্যিকারের আশ্রয়ের ঠিকানা। কারণ মানুষ প্রকৃতি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। প্রকৃতিই তার আসল সঙ্গী। জল যেমন যেতে চায় জলের কাছে তেমনি মানুষও যেতে চায় প্রকৃতির মাঝে। সেখানেই নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় সে। প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে এভাবেই তো গড়ে উঠেছে আদিম প্রেম এবং যৌথ জীবনের সংসার আরণ্য উপন্যাসে মানুষ আর প্রকৃতির নিজস্ব নিঃসঙ্গতার এক অপরূপ রুপ ফুটে উঠেছে।

মানুষের মতোই প্রকৃতি ও রহস্যময় এবং বৈচিত্র্যময়। এই রহস্যময়ী মানুষ ও প্রকৃতিকে পৃথক স্বাধীন মাত্র এনে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। প্রকৃতি সম্পর্কে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তার একান্ত নিজস্ব মৌলিকতা। বিভূতিভূষণের কাছে কোন নীতি, তত্ত্ব বা মূল্যবোধের কোন বিচ্ছিন্ন অর্থ ছিল না, যদি না সেসব নীতি তত্ত্ব বা মূল্যবোধের রক্ষণশীলতা বিভূতিভূষণ সমর্থন করেননি। তিনি শ্রেণীবিদ্বেষও নন কিংবা ব্যক্তিগতভাবে ও কাউকে ঘৃণা করেননি তিনি নিজে বলেছেন, -

> "সাহিত্য আমাদের কল্পনা অনুভবৃত্তিকা উজ্জীবিত করে।"[৬]

বিভূতিভূষণের প্রকৃতির প্রতি ভালবাসার দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর লেখায় লিখেছেন, -

> "এমন প্রকৃতি পাগল সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে বিরল। প্রকৃতিকে চোখে না দেখে ভালো না লাগে কার? কিন্তু তাকে ভালোবেসে তার গভীরে অবগাহন করা অন্য জিনিস।"[৭]

প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে যে রোমান্সের রস ও রূপকথার রস এবং ইন্দ্রিয়াদীতে উপলব্ধির রহস্যময় ব্যঞ্জনা রয়েছে বিভূতিভূষণ তার প্রতি তর্জনী তুলেছেন। ড্রয়িং রুমের কৃত্রিমতা, অতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভাব সমাজ ও নীতিঘটিত কোন প্রখর প্রশ্ন বিভূতিভূষণকে বিচলিত করেনি, চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রবৃত্তি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সেই মানসিক সংঘাত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিবর্তন এসব চিরাচরিত উপন্যাসিক কৌশলও তাকে আকৃষ্ট করেনি তিনি রূপকথাপ্রিয় কৌতুহলী শিশুর দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন।

আর সাহিত্য বিচারে এই কঠিন কথাটার উত্তরই হোক জীবন জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর। জীবন জিজ্ঞাসা যদি একও হয়, উত্তর হয় না কিছুতেই এক। কারণ জীবন তো পাটিগণিত নয়, যে প্রশ্নমালার শেষে উত্তর মালা অবধারিতভাবে থাকবেই। জীবনে তা নয়, হয় না কখনও। জিজ্ঞাসা যত জটিল, যত গভীর, জবাবও তত জটিল ও গভীর, বোধহয় তত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুগভীর। এসো গভীর জীবন পর্বই হল সাহিত্য বিচারে প্রথম ও প্রধান কথা। তাতে যদি এমনও বোধ হয় যে বোধটা শিল্পসম্মত নয় তবুও সেটা হয় জীবন সংগত। যাই হোক না কেন জীবনসম্মত বলে তা গভীর হবেই।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে উপন্যাস সৃষ্টি রোমান্টিকদের জন্মগত অধিকার নয়। সেখানে জীবন নিষ্ঠা, জীবন বোধ প্রভৃতির প্রধান প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যত বড় প্রতিভাই হোন না কেন এরা তিনজনই জাত উপন্যাসিক ছিলেন কিনা সন্দেহ। বৃহৎভাবনা তাঁদের ছিল, জীবনকে তাঁরা বৃহৎ করতে পেরেছেন সেই ভাবনার অনুরূপে তাঁদের লেখা ও প্রতিভার দানে বাংলা উপন্যাস সাহিত্য হয়েছে পুষ্ট, কিন্তু তা জীবনধর্মী কতটা তার ভার সমালোচক তথা বোদ্ধাদের। এই দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রধান বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক এই তিনজনই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রধান উপন্যাসিক।

কাল হিসেবে আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক উপন্যাসের সূচনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অন্যতম প্রধান ও প্রথম উপন্যাসিক। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস। তার জের 'অপরাজিত' আরণ্যক প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য আলোচনার বাধা সড়কে এই আলোচনা নয়, একথা বলাই বাহুল্য।

পথের পাঁচালির মূল সুর আছে। এই সুর ওয়ার্ডসওয়ার্থীয়। সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি যে, এই শুরুটাই হলো নতুন। "Short and simple annals of the poor"[৮] - বলেই যে তা নতুন তা নয়। আর 'পথের পাঁচালী' অবশ্য 'poor' দের কাহিনী নয়, এ হল গ্রামের ভদ্রলোকদের কথা, তবে তারা বিত্তহীন। এঁদের কথাই বলেছেন লেখক, সেই সঙ্গে বলেছেন পথের কথা। যে পথ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় 'অপু'-এর নায়ক। পথের পাঁচালির ওয়ার্ডসওয়ার্থিয় ধর্ম হচ্ছে প্রকৃতি বোধ। এই প্রকৃতিবোধ পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুবর্জিত হলেও বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন। নর-নারীর আকর্ষণ বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর নর হচ্ছে প্রায়ই শিশু বা শিশু তুল্য সরল। তাঁর নারী 'বালিকা' বিশেষ করে মাতৃজাতীয়া।

আরন্যক উপন্যাসেও তাই। এর পরিকল্পনায় অভিনবত্ব বিস্ময়কর। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। মানুষ ততোটা নয়, যতোটা জনহীন বিশাল অরণ্য প্রান্তরের জ্যোৎস্নারাত্রি তাঁকে বা তার কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। তমসাময়ী বা জ্যোৎস্না ভারাক্রান্ত নিশীথিনী এক গভীর অনুভূতির কসমিক ইমাজিনেশন (Cosmic imagination)-কে সঞ্চালিত করেছে। পথের পাঁচালি, অপরাজিত, দৃষ্টি প্রদীপ এবং বিশ্বাস হবে আরণ্যক কে Prelude এর সমগোত্রীয় করেছে। তাই যদিও অপুর মত জীবন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে চিত্রিত চরিত্র বাংলা উপন্যাসে আর দ্বিতীয় নাই তবুও একে ঠিক আধুনিক বলা যায় না। এই বেশ কিছুটা রোমান্সধর্মী এবং রোমান্স প্রধান উপন্যাসের উপন্যাসিক হিসাবে বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। লেখক এর প্রচন্ড শক্তি, প্রাচীন যুগের জীবন্ত ব্যঞ্জনা সমর্থিত প্রকৃতি বর্ণনা-এ পুরোপুরি ঐতিহাসিক নয়। এ যেন জীবন ও মরণের ঐতিহাসিক সীমানায় দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের পথের অনুসরণে চুপি চুপি কথা বলা। অপু তাই অত্যন্ত জীবন্ত কিন্তু তখনো মধ্যবিত্ত সংসারের গণ্ডির বাইরে বেরোতে পারেনি। তাই বিভূতিভূষণ দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন 'কল্লোল', 'কালি কলম' ও 'প্রগতি'র লেখকদের প্রভাবের বাইরে। এইটিই ছিল তাঁর ইংরেজি থেকে সাহস পাওয়া নয়, তাঁর অন্তরের ধর্মের থেকে সাহস সঞ্চয় করে লিখেছিলেন তিনি।

তাই কৃত্রিমতা ও Continental -তায় আকৃষ্ট না হয়েও বিভূতিভূষণের লেখায় ধরা পড়েছে বাংলাদেশ প্রধানত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকদের বাংলাদেশ। সমাজ বিকৃতি ও পাত্র পাত্রীর মানস বিকৃতির কোন চিহ্ন নেই। তাঁর চোখে প্রকৃতি হল স্নিগ্ধ মায়াময়, চরিত্রগুলোও তাই। তাই বিভূতিভূষণের মানুষ ও প্রকৃতির বর্ণনায় অনন্য অসাধারণ। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

Reference:

১. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, 'বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প'
২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বিভূতিভূষণের শিল্পী সত্তা, রচনাবলী সপ্ত খন্ড, ১৩৯০, পৃ. ২৫৬
৩. Cowper, William, 'The Poplar field'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 863 - 870
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. Wordsworth, William, 'It is a Beauteous Evining,calm and free'
৫. বিশ্বাস, সৌরেন, বিভূতিভূষণের উপন্যাসের শতবর্ষে বাংলাদেশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'
৭. রায়, অন্নদাশঙ্কর, বিভূতি রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ডে, 'বিভূতিভূষণকে যেমন দেখেছি শিরোনামে'
৮. Gray's, Thomas, 'Elegy written in a country Churchyard'.

Bibliography:

ঘোষ, ডক্টর তারকনাথ, 'জীবনের পাঁচালী কার বিভূতিভূষণ', আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫-৩০
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর অসিত কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', একাদশ সংস্করণ, হালদার, গোপাল, 'পরিচয় বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ', ১৩৫৭, অগ্রহায়ন
মল্লিক, রমেন্দ্রনাথ, 'বিভূতি সাহিত্য পরিক্রমা'
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, 'বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'
রায়, কালিপদ, 'বিভূতি বীথিকা'
ঘোষ, বারিদবরণ, 'বিভূতিস্মৃতি'